ISSN : 2278 - 1994

Ahana
Peer-reviewed Bilingual Yearly on Visual Art and Culture
Volume - VII | 2021
e-mail : editorahana@gmail.com
Web : www.ahanajournal.in

লৌকিক থেকে আধুনিক? প্রান্তিক থেকে মূলধারায়? উনিশ শতকের কালীঘাট চিত্রের একুশ শতকের আখ্যান

ড. সৌমিক নন্দী মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, কলা ভবন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

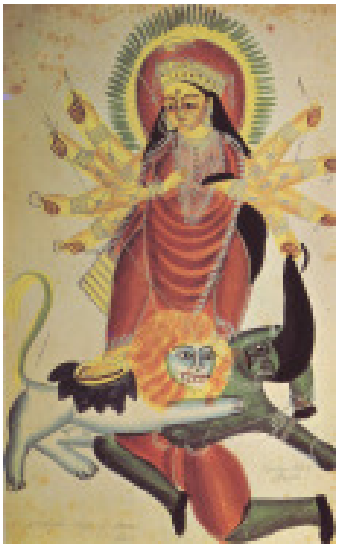

Durga and Mahishasura, 19th century

Ravana and Hanuman, 19th century

Barber Cleaning a Woman's Ear, 19th century

সংক্ষিপ্তসার : *কালীঘাট পট ভারত শিল্পের আধুনিক অধ্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। উনিশ শতকের ভারতে ঔপনিবেশিক আবহাওয়ায় এর জন্ম। কালীঘাট চিত্রের জন্ম বৃত্তান্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাংলার সামাজিক ভাঙনের গল্প। কালীঘাট চিত্রের ইতিহাসের পরিণতিও ঘটে আরেক ভাঙনের গল্পের মধ্য দিয়ে। তার মাঝখানে প্রায় একশ বছরের অভূতপূর্ব ছবির চর্চা। কালীঘাট চিত্রের শৈলী ও আঙ্গিকের প্রতিটি পরত গভীরভাবে ছুঁয়ে আছে বাস্তবের মাটি। এ হেন কালীঘাট চিত্রের ইতিহাস রচিত হয়েছে আর এক বাস্তবের মাটিতে যখন কালীঘাট চিত্র আর পড়ে পাওয়া চোদ্দ আন্নার পথের দোকান থেকে কিনে আনা স্মারক নয়, কালীঘাট চিত্র হয়ে উঠেছে শীতল কক্ষের সংগ্রহশালার দুর্মূল্য শিল্পবস্তু। এই বাস্তবের প্রেক্ষাপটে কালীঘাট চিত্রের নব-মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন এই নিবন্ধের কেন্দ্রীয় সন্ধান।*

মূল শব্দমালা : *কালীঘাট, লৌকিক, আধুনিক, আধুনিকতা, চিত্র, পট, কালীঘাট পট, কালীঘাট মন্দির, উনিশ শতক, একুশ শতক, ঔপনিবেশিক, গণপরিসর, দিশি শৈলী, আঙ্গিক, জীবিকা, বাজার।*

আজকের দিনে কালীঘাট পটচিত্রের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সর্বজন বিদিত। কেবল শিল্পবেত্তা, শিল্পরসিক বা ঐতিহাসিকদের কাছেই নয়, কালীঘাট চিত্রশৈলি বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় সমসাময়িক পটচিত্রকর বা পটুয়াদের মধ্যেও। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ— যেমন নয়া গ্রামের কজন অল্পবয়সী পটুয়ার কথা জানি— যারা তাঁদের নিজস্ব প্রথাগত চিত্রশৈলি ত্যাগ করে কালীঘাটের শৈলীটাকেই বেছে নিয়েছেন তাঁদের আঙ্গিক হিসাবে এবং উঠতি ক্রেতাদের মধ্যে 'মেদিনিপুরের পটুয়ার আঁকা কালীঘাট পটচিত্রের' চাহিদা চোখে পড়ার মত। ব্যাপারটা সোনার পাথরবাটির মত শোনালেও, বাজার বা জীবিকার কথা ভাবলে নতুন প্রজন্মের পটুয়াদের এই বাছাই বাণিজ্যিকভাবে সফল। কালীঘাটের ছবি বিশেষভাবে আদৃত শহুরে ডিজাইনার ও নক্সাশিল্পীদের মধ্যেও। বিজ্ঞাপনে পণ্য-উপস্থাপনায়, আধুনিক

বসন-ভূষণে সর্বত্র কালীঘাট শৈলি ও চিত্রকল্পের ভীড়। উনিশ শতকে বাবু-বিবি অথবা বারঙ্গনার ছবি এখন আজকের মধ্যবিত্তের বা উচ্চ-মধ্যবিত্তের জন্য সাজানো বিপণিতে। উনিশ শতকের কালীঘাট পেন্টিং এখন একটা একুশ শতকের ইন্ডাস্ট্রি।

উনিশ শতকের কলকাতায়ও কালীঘাট পট ছিল জনপ্রিয় বস্তু, গণপরিসরে তার লক্ষণীয় উপস্থিতি তর্কাতীত। বহুল পরিমানে প্রাপ্ত কালীঘাট ছবির অগুন্তি উদাহরণই তার প্রমাণ। তবে হ্যাঁ, আজকের জনপ্রিয়তা ও সেকালের জনপ্রিয়তার মধ্যে একটা বড় ফারাক তার সামাজির অবস্থানে। রাস্তার ধারের দোকানে মাটিতে গোছা করে রাখা ধুলো ধুসরিত কালীঘাট পট আজ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সুরক্ষিত। সাধারণের দেয়ালে নয়, কালীঘাটের ছবির অনুকরণ আজ দেখা যায় পণ্য বস্তুতে, দামী বিজ্ঞাপনের শরীরে। যে সব কালীঘাট পটচিত্র দেয়ালে ঝুলতেও দেখা যায় সেগুলো হয় দুর্বল অনুকরণ নইলে প্রিন্ট। এই সব স্থানচ্যুতি ও স্থানান্তকরণ সত্ত্বেও সাবেকী কালীঘাটের পটচিত্র আজও আমাদের মোহিত করে রাখে তার সংযমী দাঢ্যে ও তিল তিল করে গড়ে তোলা অবস্থায়। এই আস্থাই টিকিয়ে রেখেছিল তাদের জীবিকা প্রায় একশ বছর ধরে, পরের দিকে এই আস্থাই মুখ থুবড়ে পড়ে যখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছবি প্রিন্ট করবার উপায় প্রায় নিঃসহায় করে ফেলে হাতে আঁকা চিত্রচর্চার ধারাকে। স্বাভাবিকভাবেই কাঠখোদাই বা লিথোগ্রাফির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওঠা মুস্কিল ছিল এই হাতে আঁকা ছবির শিল্পীদের। ঘনিয়ে এল তাঁদের সময় কালের অমোঘ নিয়মে।

কালীঘাটের পটচিত্রের যেমন একটা শুরু আছে, তেমনি একটা শেষও আছে। সূচনা ও পরিণতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়া তাকে নিয়ে মাতামাতি করলে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচে ঠিকই, কিন্তু কালীঘাট ছবির শিকড় কেটে বেড়িয়ে যায়, আমাদের বোধে। আমরা পরম তৃপ্তিতে বয়ে বেড়াই এক ছিন্নমূল কালীঘাট পেন্টিং। বাস্তুহারা অবস্থা থেকে যেমন সূচিত হয়েছিল কালীঘাট ছবির যাত্রা, বোধ হয় আজ সে ফিরে গেল আবার সেই একাকী নিঃসঙ্গতায়। কালীঘাটের ছবিকে বিস্মৃতির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে, নবমূল্যায়নের প্রবল এবং অতি উৎসাহে কালীঘাট ছবি কোথাও যেন ইতিহাস বিযুক্ত হয়ে গেল, আমাদের চেতনায়। কালীঘাটের ছবির রং-রেখার নান্দনিক সুখের স্বাদ নিতে নিতে আমরা ভুলেই গেলাম যে সেই সব ছবির গায়ে কিন্তু ছিল রাস্তার ধুলোর গন্ধ। ভুলেই গেলাম যে কালীঘাট পটচিত্রের সঠিক স্থান-কালের মূল্য তার সমাজ সম্পৃক্ততায়, বাঙালি মধ্যবিত্তের বাড়ির জানালার পর্দায় নয়। ইতিহাস চেতনা পড়ে থাকে আড়ালে, পর্দার ওপারে। কালীঘাট পেন্টিং-এর ক্ষুরধার রেখা ও তার আপাত অনায়াস ভাষার তীব্রতা কেমন যেন পেলব হয়ে পড়ল বেডকভারের নক্সায়, পরনের কুর্তার এক প্রান্তে। বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে, আধুনিকতার সজ্জায় তাকে সাজাতে গিয়ে কখন যেন আমরা মুছে ফেললাম, অবজ্ঞা করে ফেললাম, কালীঘাট পটচিত্রের নিজস্ব সংগ্রামে প্রোথিত আধুনিক আগুনটাকে। সেই আঁচ একটুও নিতে পারলে আজকের আধুনিক চিত্রচর্চার অভিমুখগুলো হয়তো একটু অন্যরকম হত। আধুনিক সংগ্রাহক ও ইতিহাসবিদদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেলাম কালীঘাট চিত্রকলাকে দেওয়া এক আলঙ্কারিক সম্মান, মাঝখান থেকে হারিয়ে গেল আঁচটা। কালীঘাট পটচিত্রের রস আস্বাদন করতে আমরা শিখেছি নিশ্চয়, তার ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও আমাদের জানা। কেবল স্পষ্ট হয়নি আজও যে কালীঘাট চিত্র কেন আধুনিক? আধুনিক শিল্পের মূলধারায় কিভাবে স্থান পেল এরকম একটা আটপৌরে, পথের শিল্পসামগ্রী? যদি হলও বা, এরকম আরো অনেক চমৎকার গণশিল্পের উদাহরণ পাওয়া যায় উনিশ শতকের কলকাতার রাস্তায়, তাহলে তারা ব্রাত্য কেন? মাটির ঢেপা পুতুল থেকে শুরু করে কাঠের মূর্তি বা রঙিন চালচিত্র— এই ধরণের অজস্র শিল্পবস্তুতে সৃজনী ক্ষমতা তো কম নয়। কিন্তু কোনো এক ফাঁকতালে কালীঘাট চিত্রকে মূলধারায় অভিষিক্ত করে নিয়ে একই আর্থ-সামাজিক লড়াই-এ সামিল অন্যান্য শিল্পচর্চাগুলো রয়ে গেল নাগরিক আধুনিক সংজ্ঞার বলয়ের বাইরে, লোকশিল্প নামক এক বিশাল উদ্বাস্তু শিবিরের ছাতার তলায়। হয়তো কালীঘাট পটচিত্রেরও একই পরিণতি হত, যদি না তারা নাগরিক বিষয় এবং সমসাময়িক কেচ্ছা নিয়ে ছবি আঁকতেন। কেবল পৌরাণিক ছবি এঁকে গেলেও কি আর যথেষ্ট আধুনিক মনে হত? না কি যথেষ্ট বিক্রিবাটাও হতে পারত, তখনও? জীবিকা বাঁচিয়ে রাখার প্রবল তাগিদেই কিন্তু বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে আঙ্গিক-শৈলি নিয়ে যাবতীয় আশ্চর্যজনক সব পরিবর্তন ঘটল কালীঘাটের ছবিতে। সাধারণ নাগরিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই ধরণের নতুন উপাদানের সম্ভাবনা। কালীঘাট ছবির এই অভিনব রূপ তৈরি হল আদ্যোপান্ত পেটের টানে। কালীঘাট পেন্টিং-এর নন্দিত রূপ, রেখার সুললিত টান, ঈষৎ নাইভ নিরলঙ্কার ভঙ্গিতে একটু বিদ্রুপ সহকারে দেখানো তৎকালীন জনপ্রিয় কিছু কেচ্ছাবলী এবং একাধারে আড়ষ্ট মুখভঙ্গি, ভাবলেশহীন মুখ, আইকনিক উপস্থিতি, পৌরাণিক মেজাজ ও সেকেলে ভাব— এসমস্ত কিছুর মধ্যেই নিহিত আছে পণ্য-মুখরিত সুশীল আধুনিকতায় কালীঘাটকে আত্মিকরন করে নেবার যাবতীয় সুস্বাদু উপকরণ। তাই বোধহয়, সেই সব রাস্তায় বিক্রি করা অনাড়ম্বর মামুলি ছবি— যে ছবি সাধারণ ক্রেতারা কতটা যত্নে বা সুরক্ষিত রাখত বলা মুশকিল— সে সব কালিঘাট পেন্টিং আজ ডলারে বিকোয় আন্তর্জাতিক ছবির বাজারে ও নিলামে!

কালীঘাট চিত্র অনেক ধরণের বৈপরীত্যে সমৃদ্ধ, বৈপরীত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু সঙ্কটও। ঐতিহাসিক সংকট, অস্তিত্বের সংকট এবং হঠাৎ করে নতুন একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে ছিটকে এসে পড়া শিল্পীদের শৈলিগত ও প্রকাশভঙ্গিগত সংকট। এই নানাবিধ সংকট মোকাবিলা করতে করতে কালীঘাটের শিল্পীরা উপনীত হলেন বৈশিষ্ট্যপূণ্য শৈলি ও অর্জিত নৈপুণ্যে। যে সময়ে কালীঘাট পটচিত্র ছিল এক জীবন্ত চিত্রধারা তখন তাকে নিয়ে আগ্রহ ছিল মূলত গড়পড়তা মানুষের মধ্যে। নিত্যদিনের মন্দির যাত্রীর বা ভক্তের কাছে কালীঘাট পট ছিল এক স্মারকবস্তুর মত যা অত্যন্ত অল্প পয়সায় কেনা যেত। ঘরের দেয়ালে বা তোরঙ্গে ঠাঁই পেত নিশ্চয় এই পটের ছবিগুলো কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ছিলো তাদের আয়ু। যারা কিনত তাদের দোষ নয়, কারণ ছবিগুলো আঁকা হত সস্তা কাগজে, সস্তা রঙ-এ, আয়ুস্মান হবার উপায়ও ছিলো না। অনেক পরের দিকে সংগ্রহ করার আগ্রহে কেউ কেউ যত্ন করতে শুরু করলেন ছবিগুলো। ধনী মানুষের কাছে তখনও কালীঘাট চিত্র অপাংক্তেয়। ঔপনিবেশিক রুচিতে আচ্ছন্ন ধনী পরিবার বরং অনেক গর্বিত বোধ করত বিদেশি ছবিতে, ইউরোপীয় শৈলিতে আঁকা তৈলচিত্রে অথবা প্রাক-ব্রিটিশ পর্বের ভারতীয় দরবারী শিল্পে। উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে সভ্রান্ত পরিবারে একটু একটু করে তৈরি হতে লাগল ভিন্ন রুচি, জাতীয়তাবাদী শিল্পচেতনার প্রতি এক নতুন ঝোঁক। ঔপনিবেশিক শিল্পরুচির বিরুদ্ধে প্রান্তের এক স্বদেশি শৈল্পিক আয়োজনকে স্বাগত জানালেন কলকাতার অভিজাত শিল্পরসিকগণ। তবুও আপাদমস্তক দিশি শৈলি ও দিশি প্রকরণে রচিত কালীঘাটের পট নিয়ে তেমন আগ্রহ তৈরি হল না। তখনই নজর করলে, সামাজিক অস্তিত্বটা কাটিয়ে উঠতে পারলে (যা হয়তো বাংলার উচ্চবর্গীয় এলিট সমাজে সম্ভবও ছিল না) তৈরি হত অন্য ইতিহাস, সমাজের গভীরে প্রোথিত এক জ্যান্ত ইতিহাস। বেঙ্গল স্কুলের মত কোনো আয়েসলব্ধ অথচ কৃত্রিম শৈলি দিয়ে নয়, জাতীয়তাবাদী শিল্প আন্দোলনের সূচনা হতে পারত তাহলে একেবারে কায়িক শ্রমের ঘেমো পথে। জীবিকার লড়াইয়ে ওতপ্রোত জড়িত, অস্তিত্বের সঙ্কটে আক্রান্ত, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের তাগিদে ঋদ্ধ এবং একেবারে বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত এই অভিনব চিত্র আঙ্গিকে রচিত কালীঘাট চিত্রপটে মানুষ তাহলে পেত ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সঠিক জবাব। ঐতিহ্যে ফিরে গিয়ে, ঐতিহ্যবাহী শৈলিকে অনুসরণ করে পৌরাণিক কাহিনি ভর করে অথবা কাব্যিক গীতিময় আঙ্গিকে নির্মিত কোনো সুললিত চিত্রচর্চার প্রয়োজন ছিল না কালীঘাট চিত্রের উন্মেষের পরে। তবে হ্যাঁ, জাতীয়তাবাদী শিল্প আন্দোলন বা বেঙ্গল স্কুল ছিল সুপরিকল্পিত এক প্রচেষ্টা, ঔপনিবেশিক শিল্পবোধের প্রত্যুত্তরে গুছিয়ে তোলা প্রকল্প। কালীঘাট পটচিত্র তা নয়। সেখানে বিবর্তিত হয়েছে ইতিহাসের ঘটনামালা। কালীঘাট পটচিত্র অনেকটাই অদৃষ্টপূর্ব, অনিশ্চিত। পূর্বনির্ধারিত কোনো আয়োজন নয়। পূর্বনির্ধারিত নয় বলেই বৈপরীত্যে ভরপুর।

নিজস্ব বৈপরীত্য তো আছেই, তার সঙ্গে আছে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা যেভাবে কালীঘাট পটচিত্রকে মূল্যায়ন করেছেন তার কিছু প্যাঁচপয়জার। কালীঘাট পটচিত্রের এবং তাকে ঘিরে তৈরি হওয়া সেইসব বৈপরীত্যগুলো ঢাকা পড়ে গেছে তার বর্তমান জৌলুসে। হারিয়ে গেছে তার চোখ ধাঁধানো খ্যাতির আলোয়, তার অলংকৃত আসনের বাজারমূল্যে, যে মূল্য আসল শিল্পীরা সে সময় কখনোই পাননি। বাজারদরে সেসময়ে কালিঘাট পট ছিল অতি সাধারণ— কালীঘাট মন্দিরে পুজোর উপকরণের চেয়েও সস্তা। শিল্পীরাও ছিলেন সাধারণ, খ্যাতির আলোর বাইরে ছিলো তাঁদের অবস্থান। নাগরিক জীবনের মূলস্রোতের বাইরে ছিল তাদের বসবাস। পরবর্তীকালে কালীঘাটের পটচিত্রকর নামে তারা সুখ্যাত হলেও শিল্পীরা কেউই কালীঘাটের মূল বারান্দায় ছিলেন না। কলকাতার লোকও তাঁরা নন। ছিন্নমূল এইসব শিল্পীরা কালীঘাটের মন্দিরের আশেপাশে হোগলার ঘর বানিয়ে কষ্টেসৃষ্টে বাস করতে শুরু করলেন জীবিকার তাগিদে। পরিচিত গ্রামবাংলা, নিজেদের ঘরদোর জমিজমা ত্যাগ করে বাধ্য হলেন এক অপরিচিত নাগরিক পরিবেশে নতুন করে জীবন সংগ্রাম শুরু করতে। এর পেছনে যেমন আছে ব্রিটিশ কুশাসনে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার করুণ কাহিনি, তেমনি আছে শহুরে জীবনের নতুন জীবিকার অজানা হাতছানি। নির্দিষ্ট করে কালীঘাটের চিত্র ও অন্যান্য কারুশিল্পের এবং ব্যবহারিক শিল্পবস্তুর এক অভূতপূর্ব ধারা তৈরি হল ১৮০৯ সালে কলকাতার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের দ্বারা নির্মিত কালীঘাট মন্দিরকে ঘিরে । পুরাকাল থেকে প্রচলিত, এমনকি আজও মন্দিরকে ঘিরে কেমন অনায়াসে তৈরি হয়ে ওঠে বিপণনের ক্ষেত্র সেকথা আমরা জানি। সেই বিচিত্র বাজারে, কালীঘাট মন্দির পত্তনের গোড়া থেকেই পটচিত্রকরেরা ধীরে ধীরে ফেঁদে বসলেন তাদের জীবিকা।

একেই তো তাঁরা উদ্বাস্তু, জীবিকার টানে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসা মানুষ। এসে পড়েছেন উনিশ শতকের ভজঘট কলকাতায়। উপরন্তু তাদের একমাত্র সম্বল গ্রাম্য লৌকিক ধারায় চর্চিত জড়ানো পটের দক্ষতা ও অভ্যেস। আদতে তাঁরা ছিলেন পটুয়া যাদের কদর তখন শহরে ছিল না। পটুয়ারা ছিলেন বা দীর্ঘ জড়ানো পটচিত্র ছিল গ্রাম্য সংস্কৃতির অঙ্গ। ফলে না ছিল পটুয়াদের কদর, না ছিল মানুষের জড়ানো পট দেখার ও পটের গান শোনার অভ্যেস ও সময়। সব অর্থেই তাঁদের ছিল প্রান্তিক জীবন, পথের জীবন। অনিশ্চিত ও তীব্র চ্যালেঞ্জের জীবন। কালীঘাট পটচিত্র তেমনই এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ যেখানে আমরা দেখতে পাই বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জের

সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে গেছে ছবির চ্যালেঞ্জ। একে অন্যের পরিপূরক। কালীঘাট পটচিত্রের আধুনিকতার একটা বড় লক্ষণ এই সম্পৃক্ততা। কালীঘাটের ছবিতে দ্রষ্টব্য বহু আদৃত রৈখিক গুণ, তার সুনিশ্চিত টান, চকিতে বাঁক নিয়ে নেওয়া রেখার অভিমুখ, পার্শ্বরেখার সমান্তরাল হালকা টোনের প্রলেপে প্রায় অধরা ডৌলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক লড়াই-এর কোনো সরাসরি প্রতিফলন নয়। বাজারের দিকে চেয়েই রপ্ত করতে হয়েছিল এইসব গুণাবলি। স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত, অন্তর্মুখী, মননশীল আধুনিকতার কতটাই না বাইরে কালীঘাট পটচিত্রের বাস্তবতা। বিশেষ করে আজকের দিনে তো বাজারমুখি শিল্পচর্চাকে আধুনিক শিল্প ইতিহাসে আমরা সচরাচর স্থান দিতে নারাজ। বাজারবিমুখ শিল্পসাধনাই আমাদের কাম্য। আধুনিকতার প্যারাডাইমটাই কি তবে সঙ্কটে?

আধুনিক ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের মূলধারার আখ্যানে কালীঘাট চিত্রের একটা পাকাপাকি স্থান হয়ে যাওয়াতে, তার নিজস্ব ইতিহাসটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার ফলে, সুবিধে অসুবিধে দুটোই হয়েছে।

সুবিধের কথাটা তো আমরা সকলেই জানি। কালীঘাট চিত্রের অবস্থানও আর প্রান্তিক নয়। তার সম্পর্কে খোঁজখবর করবার সূত্র ও ভাণ্ডারও এখন অনেক। বিভিন্ন বই-এ, প্রবন্ধে, অলোচনায়, দেশি-বিদেশি ক্যাটালগে কালীঘাট চিত্রকলা নিয়ে অনেক গবেষণা, অনুসন্ধান প্রসূত অনেক তথ্য— কোন কিছুরই অভাব নেই আজ। কেবল জীবিকা, আধুনিক শিল্প, বাজার, শিল্প আঙ্গিক - এদের মধ্যেকার জটিল আন্তর্সম্পর্কটা বুঝে উঠবার মত কোনো চিন্তাধারার অভাব। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে যা ছিল সাবলীল, আজকে তা অস্পষ্ট ও ধূসর। বাণিজ্য ও আধুনিক শিল্পের সম্পর্ক-সঙ্কট হয়তো তখনই একটু পরিস্কার হবে, যখন কালীঘাট পটচিত্রের মত এক ঘোরতর বাণিজ্যিক শিল্পকে আধুনিক শিল্প ইতিহাসের মূলস্রোতে নিয়ে আসার আগে আমাদের অবস্থানকে একবার ফিরে দেখব। নইলে, কালীঘাট পেন্টিং রয়ে যাবে আমাদের নির্মাণ করা আধুনিকতার শোকেসে, আমাদের অজান্তে আরেকবার বাস্তুহারা হয়ে থাকবে আমাদের তৈরি একবগগা আধুনিকতার প্রবল একাধিপত্যে।

গ্রন্থপঞ্জি :

1. Jain, Jyotindra, *Kalighat Painting : Images from a Changing World,* Grantha Corporation, New Delhi, 1999.
2. Sinha, Suhashini and Panda, Chitta, *Kalighat Painting,* Grantha Corporation, New Delhi, 2011.
3. W G, Archer, *Kalighat Painting from the Basant Kumar Birla Collection.* Marg Publications, Mumbai, 1962.
4. Khanna, Balraj, *Kalighat Paintings :* Indian Popular Painting 1800 - 1930/Book,Poster and Postcard, Shambhala, New Delhi, 1993.